যুগান্তর

তারিখ 05 DEC 2006
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের পক্ষে-বিপক্ষে কর্মসূচি অব্যাহত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

সরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের পক্ষে-বিপক্ষে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। সোমবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায়ে ফলাফল বাতিল করে নতুন করে পরীক্ষা গ্রহণের দাবিতে ৭ ঘণ্টা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। একই স্থানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা অনতিবিলম্বে ভর্তি কার্যক্রম শুরুর দাবিতে সমাবেশ করেন।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা সকাল ৯টায় শহীদ মিনারে অবস্থান নেন। বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলে তাদের অবস্থান কর্মসূচি। অবস্থানকালে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বক্তৃতা করেন। এ সময় বক্তারা দাবি করেন, স্বাস্থ্য অধিদফতরের একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কয়েকটি কোচিং সেন্টারের যোগসাজশে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। এমবিবিএসের বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও এরা ফাঁস করে থাকে। বক্তারা বলেন, উত্তীর্ণ সবাই যে প্রশ্নপত্র পেয়েছে, তা নয়। তবে অনেকেই লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এক ছাত্রী প্রশ্ন তোলে, ১২ বছর অধ্যয়ন করেও যে শিক্ষার্থী একাডেমিক ফল ভালো করতে পারেনি, সে কিভাবে এক ঘণ্টার পরীক্ষায় নব্বইয়ের ওপরে মার্কস পেতে পারে। আর এরকম ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটলেও তার পারসেনটেজ কিভাবে বেশি হয়। সে বিভিন্ন কলেজে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অনেকেরই দুর্বল জিপিএ লাভের খতিয়ান উল্লেখ করে। তারা অনতিবিলম্বে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের দাবি জানান। অনুত্তীর্ণরা প্রতিদিন শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবে।

অপরদিকে প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী অনতিবিলম্বে ভর্তি কার্যক্রম শুরুর দাবিতে সমাবেশ, পদযাত্রা ও মানববন্ধন করেছে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা। পদযাত্রার আগে তারা শহীদ মিনারে সমাবেশ এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে শহীদ ডা. মিলনের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে। টিএসসিতে মানববন্ধন-পরবর্তী সমাবেশে বক্তারা বলে, ফল প্রকাশের পর তা বাতিলের দাবি অস্বাভাবিক। সম্পূর্ণ অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে একটি মহল ঢালাওভাবে সব কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কল্পকাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তারা বলে, ফল বাতিলের দাবির আন্দোলনে তারা হতবাক হয়েছে। এক অভিভাবক 'প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি'— এ দাবি করে বলেন, যদি প্রশ্নপত্র ফাঁসই হবে, তবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী তার দুই সন্তানের একজন কেন চান্স পাবে? তারা মুখে কালো কাপড় বেঁধে মানববন্ধন করেন।